মুজিবনগরে চিকিৎসা নিতে গিয়ে এক নারী ধর্ষিত, পল্লী চিকিৎসক আটক

মুজিবনগরের বিশ্বনাথপুর গ্রামে এক রোগীকে ধর্ষণ করার অভিযোগে আলাউদ্দীন ওরফে আলী নামের এক গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসককে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। আটক আলাউদ্দীন মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের মঈন উদ্দিনের ছেলে।

মুজিবনগর থানা পুলিশ আলা উদ্দীনকে আটকের পর শনিবার (১৯ ফেব্রুয়ারী) বিকেলের দিকে তাকে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোঃ তারিক হাসানের আদালতে নিলে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক।

মেহেরপুরের ভবানীপুর গ্রামের এক নারী পল্লী চিকিৎসক আলাউদ্দীনের নামে ধর্ষণের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালের দিকে ওই নারী গ্যাস, ব্যাথা ও ডায়াবেটিস এর জন্য ঔষধ আনতে আলা উদ্দিনের বাড়িতে যাই। আলা উদ্দিনের বাড়িতে কেউ না থাকার তাকে চেকআপ করার কথা বলে ঘরের মধ্যে ওই নারীকে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

ঘটনার পরপরই ওই নারী স্থানীয় বিশ্বনাথপুর পুলিশ ক্যাম্প বিষয়টি অবহিত করে।

পরে মুজিব নগর থানায় ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩ এরন ৯ (১) থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর-৯। পরে পুলিশ আলাউদ্দিনকে আটক করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, ধর্ষিতা ওই নারী থানায় এসে স্ব শরীরে একটি ধর্ষণ মামলা করার পর সাথে সাথে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সে পালানোর চেষ্টা করে।

[redacted]

[redacted]

তারা আবারো ফসল নষ্ট করার কাজে লিপ্ত হয়।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারি আটক

সাব্বির হোসেন (২০) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে র্যাব।

গত শুক্রবার মধ্যরাতে তাকে মেহেরপুরের গাংনীর জোড়পুকুরিয়া বাজার থেকে র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম তাকে আটক করে। তার কাছ থেকে জব্দ করা হয় ৫৩ বোতল ফেনসিডিল ও একটি মোবাইল ফোন।

সাব্বির হোসেন গাংনীর রামদেব পুরের ইস্রাফিল হোসেনের ছেলে। শনিবার তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, জোড়পুকুর বাজারে ফেনসিডিল বেচা কেনা চলছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় র্যাব।

এসময় ৫৩ বোতল ফেনসিডিলসহ সাব্বিার নামের একজনকে আটক করে। শনিবার মামলাসহ তাকে গাংনী থানায় সোপর্দ করে। সাব্বিরকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় র্যাবের অভিযান ইয়াবা ফেনসিডিল উদ্ধার গ্রেফতার-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকায় মাদক বিরোধী পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করেছে ঝিনাইদহ র্যাব-৬।

গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযান

পরিচালানা করে ১০৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ১৩২০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ গ্রেফতার করা হয় ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে।

গ্রেফতারকৃরা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের মৃত মুর্শিদ আলীর ছেলে আবদার আলী (৩৪), সরাবদ্দীনের ছেলে ফজলু আলী (২৯) ও একই উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের মৃত গাজী রহমানের ছেলে মোজাপ্ফর হোসেন (৫০) এবং কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের আব্দুর রশিদকে (৫০)।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন বড়শলুয়া গ্রামস্থ এলাকায় কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ঝিনাইদহ ক্যাম্পের র্যাব-৬, সিপিসি-২ এর একটি বিশেষ আভিযানিক দল মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বড়সলুয়া গ্রামস্থ কলেজ মোড়ের ফজলুর রহমানের মেসার্স মা- বাবার দোয়া ট্রেডার্সের দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর।

এসময় ১০৮ বোতল ভারতীয় ফেনিডিল উদ্ধার সহ গ্রেফতার করা হয় মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকার সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের মৃত মুর্শিদ আলীর ছেলে আবদার আলী, সরাবদ্দীনের ছেলে ফজলু আলীকে।

একইদিন সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে একই অভিযানিক দল মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের জনৈক মোজাপ্ফর হোসেনের বাড়ীর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে ১ হাজার ৩২০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয় দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের মৃত গাজী রহমানের ছেলে মোজাফফর হোসেন
(৫০) এবং কুড়ুলগাছি

ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের আব্দুর রশিদকে (৫০)। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

কেরুজ সুগার মিলে গাছ চুরির ঘটনায় দেলোয়ার ও টুটুলের বিরুদ্ধে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ

দর্শনা কেরুজ সুগার মিলে সরকারী গাছ কেটে বিপাকে পড়েছে দেলোয়ার ও টুটুল। এ ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে কারন দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিবরনে জানাগেছে, চিনি উৎপাদনের লক্ষে দর্শনা কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ প্রতি মাড়াই মোরসুমে বয়লারের জ্বালানির জন্য খড়ি সংগ্রহ করতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে থাকেন।

তারি ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ মাড়াই মোরসুমে টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠনের মাধ্যমে ১১শ মেট্রিকটন জ্বালানি খড়ি ক্রয় করেন। নিম্নমানের খড়ি ক্রয় করার কারণে মাড়াই কার্যক্রম শেষ হবার ১৮ দিন আগেই জ্বালানির খড়ি শেষ হয়ে যায় চিনিকল কর্তৃপক্ষের।

মাড়াই কার্যক্রম ব্যবহত হবার আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে প্রতিবছরের ন্যায় নিজেস্ব কৃষি খামার থেকে মরা শুকনা গাছ ও গাছের ডাল কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যাবস্থাপক দেলোয়ার হোসেনকে প্রধান করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট খড়ি সংগ্রহ কমিটি গঠণ করেন কর্তৃপক্ষ।

সেই সাথে খামার এলাকা থেকে খড়ি সংগ্রহের জন্য চিনিকলের অর্থ বিভাগ থেকে অগ্রীম ২ লাখ টাকাও উত্তলনও করেন তারা। অভিযোগ উঠেছে সুযোগ পেয়ে কমিটির প্রধান দেলোয়ার হোসেন ও আকন্দবাড়িয়া বীজ উৎপাদন খামার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম টুটুল মরাগাছ এবং গাছের ডালকাটার অযুহাতে বন বিভাগের কোন প্রকার অনুমতি ছাড়া প্রায় ৩ লাখ টাকার সব সরকারি মূল্যবান গাছ কেটে ফেলেন তারা।

গুঞ্জন উঠেছে কর্তনকৃত গাছের কিছু অংশ গোপনে বিক্রি ও কিছু অংশ বয়লারের জ্বালানি হিসাবে চিনিকলে সরবরাহ করেন এবং গাছের মূল্যবান অংশ আত্নসাৎত করেছেন। প্রশ্ন উঠেছে গাছের মূল্যবান অংশ কোথায় গেলো এবং কার জন্য? এনিয়ে হইচৈই শুরু হলে অভিযুক্ত দেলোয়ার

হোসেন ও টুটুল কেটে নেয়া গাছের অবশিষ্ট অংশ মাটি দিয়ে ঢেখে প্রমান লুকানোর অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু বিধিবাম! বিষয়টি জানাজানি হলে চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং গাছ কাটার সত্যতা পান।

এ ঘটনায় মরা ডাল কাটার পরিবর্তে গাছ কাটার কারণ জানতে চেয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শনো নোটিশ প্রদান করেছেন তিনি। সেই সাথে তিন কার্য দিবসের মধ্যে জবাবও দিতে বলা হয়েছে। এখন দেখার বিষয় প্রমান নষ্ট করার সুযোগ না পেয়ে তা বিদ্যমান থাকায় নোটিশের কি জবাব দেন অভিযুক্তরা।

চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন বলেন, কারণ দর্শনোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। জবাব হাতে পাওয়ার পর প্রয়োজনিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং প্রধান কার্যলয়কে জানানো হবে।

আলমডাঙ্গায় ফার্ণিচার শ্রমিক লীগের কমিটি গঠন ও মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গায় ফার্ণিচার শ্রমিক লীগের কমিটি গঠন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে এ কমিটি গঠন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফার্নিচার শ্রমিক লীগের কমিটি গঠন সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাস্টার।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আফজালুল হক বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মাজেদ, জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ

সম্পাদক রিপন মন্ডল, জয়েন্ট সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম তেতু, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুল রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি টোকন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম। সভায় বক্তগণ বলেন,বর্তমান সরকার শ্রমিক বান্ধব সরকার। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ জেলায় আমাদের অভিভাবক জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপির নির্দেশে আমরা শ্রমিক ভাইদের ঐক্যবদ্ধ করতে কাজ করছি। কমিটি গঠন করছি। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস পালনের অনুষ্ঠানে সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে উপস্থিত থাকবেন। ফার্ণিচার শ্রমিকদের কমিটি গঠন

সভায় ফার্ণিচার শ্রমিকদের সর্বসম্মতিক্রমে সোহরাব উদ্দিনকে সভাপতি ও নজরুল ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মনোনিত করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে।

মেহেরপুর সমবায় ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সমবায় ব্যাংকের ২০২০-২০২১ সনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর সমবায় ব্যাংক ভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর সমবায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসার প্রভাষ চন্দ্র বালা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামান, মেহেরপুর সদর উপজেলা সমবায় অফিসার(ভা.) জাহাঙ্গীর আলম, সমবায় ব্যাংকের সাবেক সভাপতি আব্দুল মজিদ ও বর্তমান সহ সভাপতি কাজী শহিদুল হক।

আরও বক্তব্য দেন ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নুরুজ্জামান খোকন, নির্বাহী সদস্য তোজাম্মেল হক, সদস্য রুস্তম আলী, ফয়েজ, জাকির হোসেন, ক্যাশিয়ার শামসুদ্দিন প্রমূখ। সাধারণ সভার শুরুতে ভাষা শহীদসহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।
এছাড়া সাধারণ সভায় উক্ত ব্যাংকের বিগত বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বর্তমান বছরের বাজেটসহ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।

মুজিবনগরের শিল্পীর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন

ময়নাতদন্ত শেষে সেই শিল্পী রানীর মরদেহ তার স্বামী শশী ঠাকুরের কাছে হস্তান্তর করেছেন মুজিবনগর থানা পুলিশ। শুক্রবার বিকেলের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গ থেকে শিল্পীর স্বামী শশী ঠাকুর তার মরদেহ গ্রহণ করেন।

মরদেহ গ্রহণ করার পরপরই বল্লভপুর শ্বসানে তার সৎকারকার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এসময় শিল্পীর পিতার পরিবারের লোকজনও উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন, বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য বাবলু মন্ডল।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সারাদিনে কয়েক দফা শিল্পীর উপর নির্যাতন ও মারপিট করেছেন তার স্বামী শশী ঠাকুর। সন্ধ্যার পরপরই তার ঘরের আড়া থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে মুজিবনগর হাসপাতালে নেন। হাসপাতালে নেওয়ার পরপরই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

প্রায় ১০ বছর পূর্বে ঝিনেদার কালীগঞ্জের মেয়ে শিল্পীর সাথে বিয়ে হয় বল্লভপুর গ্রামের শশী ঠাকুরের। বিয়ের পর তাদের দুটি সন্তান হয়েছে। শিল্পীকে কথায় কথায় নির্যাতন ও অত্যাচার করতো তার স্বামী। তার শরীরে বিভিন্ন সময়ে সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দিতো। শিল্পীর শরীরে বেশকিছু আঘাতের চিহ্নও রয়েছে।

শিল্পী আত্মহত্যা করেছে, নাকি তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছে এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা।

তবে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, শিল্পীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কোন কিছু বলা যাবে না। মুজিবনগর থানায় একটি অপমৃত্যু হয়েছে।

মারা গেছে গাংনীর তেরাইল গ্রামের সেই মর্জিনা খাতুন

অবশেষে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা গেলেন সুদের টাকা নেওয়া তেরাইল ওলিনগর পাড়ার সেই মর্জিনা খাতুন।কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোররাতের দিকে মারা যান তিনি।

মর্জিনার স্বামীর বকুল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে মর্জিনা খাতুন মারা যাওয়ার পর সুর পাল্টেছে সুদ কারবারী প্রতিবেশী চম্পা খাতুন।সে এখন এলাকায় বলে বেড়াচ্ছেন আমার কাছ থেকে সে সুদের উপর টাকা নেইনি। আমিও তার কাছে কোনো টাকা পাবোনা।মর্জিনার স্বামী বকুল হোসেন জানিয়েছিলেন, চম্পার কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা সুদের উপর নিয়েছিলো আমার স্ত্রী মর্জিনা খাতুন।

এ নিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে স্ত্রী মর্জিনা ঘরে থাকা কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেন।